ছাত্রদল নেতা সানি ও যুবদল নেতা মিঠুনসহ ৬ জন আসামি, তদন্তের নির্দেশ

জামায়াতে ইসলামীর সংবাদ সম্মেলনে চাঁদাবাজির অভিযোগ তোলার তিন দিনের মাথায় এবার মেহেরপুর আদালতে চাঁদাবাজি, অপহরণ ও নির্যাতনের অভিযোগে মামলা দায়ের করেছেন এক ব্যবসায়ী। মামলায় জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি, যুবদলের পাঁচ নেতাসহ ছয়জনকে আসামি করা হয়েছে।

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবি, দুই দফায় ৩০ হাজার টাকা আদায় এবং বাকি টাকা না দেওয়ায় আটকে রেখে নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন বাদী।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুরের বিজ্ঞ আমলি আদালতে মামলাটি দায়ের করেন মেহেরপুরের চাঁদপুর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে তারিকুল ইসলাম (২৮)।

এজাহারে বলা হয়েছে, বাদী চাঁদপুর ট্রান্সপোর্ট নামে সবজি লোডিংয়ের ব্যবসা পরিচালনা করেন। আসামিরা দীর্ঘদিন ধরে তাঁর কাছে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিলেন। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁর ট্রাক আটকে দেওয়া হয়। একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে দুই দফায় ৩০ হাজার টাকা দেন তিনি। এরপরও বাকি এক লাখ ৭০ হাজার টাকা আদায়ের জন্য তাঁকে বিভিন্ন সময় হুমকি দেওয়া হয়।

এজাহারে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, গত ২৭ অক্টোবর দুপুর ১২টার দিকে মেহেরপুর শহরের বিএডিসি অফিসের সামনে গেলে আসামিরা তাঁকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে একটি চায়ের দোকানের ভেতরের কক্ষে নিয়ে যান। সেখানে বাকি চাঁদার টাকা দাবি করা হয়। টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে জিআই পাইপ ও লোহার রড দিয়ে তাঁকে মারধর করা হয়। এ সময় অন্য আসামিরাও কিল-ঘুষি ও লাথি মেরে শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়, প্রায় পাঁচ ঘণ্টা নির্যাতনের পর বাদী জ্ঞান হারিয়ে ফেললে তাঁকে দোকানের পাশে ফেলে রেখে চলে যান অভিযুক্তরা। পরে এক পথচারী তাঁকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল

হাসপাতালে ভর্তি করেন। ২৭ থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। এ সময় মামলা না করার জন্য হুমকি দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন বাদী।

মামলায় নাহিদ মাহবুব সানি ছাড়াও যুবদল নেতা মিঠুন আলী, শাকিল, রবি, তারিক ও শফি নামে ছয়জনকে আসামি করা হয়েছে। মামলার সিআর নম্বর ১৩০৪/২৬। তাঁদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৮৫, ৫০৬(২) ও ১০৯ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

এদিকে, চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলে গত ৩০ অক্টোবর বিকেলে মেহেরপুর জেলা জামায়াতের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করার তিন দিন পর আদালতে এ মামলা দায়েরের ঘটনায় মেহেরপুরের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মামলাটি আমলে নিয়ে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসিকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

মিঞা জিন্নাহ আলম কলেজের সাবেক অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আবারও তদন্তের নির্দেশ

ঝিনাইদহের শৈলকুপার মিঞা জিন্নাহ আলম ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ তরিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে আবারও তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক। কলেজের ইংরেজির প্রভাষক কোহিনুর আক্তারের অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত ২৪ সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার নওশীনা আরিফ স্বাক্ষরিত এক পত্রে এই নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রভাষক কোহিনুর আক্তারের অভিযোগ সূত্রে জানাগেছে, ২০১৪ সালের ৭ আগস্ট তাকে কলেজের বিএম শাখায় ইংরেজি প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এসময় কলেজের উন্নয়ন ফান্ডে দেওয়ার কথা বলে কোহিনুর আক্তারের কাছ থেকে ৬ লাখ ৭৫ হাজার টাকা নেন অধ্যক্ষ তরিকুল

ইসলাম। যার মধ্যে ৭৫ হাজার টাকা, অধ্যক্ষ নিজের একাউন্টে নেন। ২০১৫ সালে বিএম শাখা থেকে সাধারণ শাখায় স্থানান্তর করার জন্য ৫ লাখ ও কলেজ জাতীয়করণের নাম করে আরও ২ লাখ টাকা নেন অধ্যক্ষ তরিকুল ইসলাম।

ব্যাক ডেটের রেজুলেশন ও কাগজপত্র তৈরি করে ২০২১ সালে মোটা টাকার বিনিময়ে কোহিনুর আক্তারকে বাদ দিয়ে ইংরেজির প্রভাষকসহ ৩ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় । এই ঘটনায় শৈলকুপা সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে মামলা করেন কোহিনুর আক্তার। আদালত অধ্যক্ষ তরিকুল ইসলামের বেতন-ভাতা তোলায় নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেন। কোহিনুর আক্তারের দায়ের করা হাইকোর্টের একটি মামলায় এই তিন শিক্ষকের নিয়োগ অবৈধ বলে ঘোষিত হয়। এর পর তরিকুল ইসলাম কোহিনুর আক্তারকে স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে প্রাণ নাশের হুমকি দিতে থাকে। এদিকে সিআর ৩৮৮/২১ মামলায় তরিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হলে শিক্ষানীতি মালা অনুযায়ী তরিকুল ইসলামকে বরখাস্ত করার নিয়ম থাকলেও সভাপতি মেরিনা খাতুন তাকে বরখাস্ত করেননি।

বিভিন্ন মামলায় অধ্যক্ষ তরিকুল ইসলাম দোষি সাব্যস্ত হওয়ার ভয়ে দ্রুত কল্যাণ ভাতা ও অবসর ভাতা উত্তোলনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাকে সহযোগিতা করছেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ভরত কুমার লস্কার ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি। এদিকে আরও অভিযোগ রয়েছে, ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলেও উমেদপুর ইউপির চেয়ারম্যান সাব্দার হোসেন মোল্লা মিথ্যা তথ্য দিয়ে এই কলেজের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন এই অধ্যক্ষ তরিকুল ইসলামের যোগসাজসে।

সাব্দার হোসেন মোল্লা ও তার পরিবার এবং অধ্যক্ষ মিলে এই কলেজের বিভিন্ন খাত থেকে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করেছেন। এলাকাবাসী তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছেন।